গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০২.২০১৬- ৫৭ (৫০)

২১ ফাল্গুন ১৪২৩
তারিখঃ----------
০৫ মার্চ ২০১৭

বিষয়ঃ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

১৯.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর Soft কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিষ্ট সকলের e-mail এ প্রেরণসহ এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটঃ www.mofood.gov.bd তে Upload করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণের জন্য 'ছক' অনুযায়ী তালিকাসহ আগামী ১২.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণিতমতে।

০৫.০৩.২০১৭

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)
ফোনঃ ৯৫৪০১২১
ই-মেইলঃ dscoordination@mofood.gov.bd

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)/(সংগ্রহ ও সরবরাহ),খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৩। মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৪। যুগ্ম-সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫। মহা-পরিচালক,এফপিএমইউ,খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
৬। আইন উপদেষ্টা,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৭। পরিচালক (প্রশাসন /সববি/সংগ্রহ/চসসা/আইডিটিএস/হিসাব ও অর্থ/প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর।
৮। উপ-সচিব (সকল)/ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
০৯। পরিচালক (খানিপু/ উৎপাদন/ নীতি/ বাজার), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
১০। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১১। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
১২। সচিবের একান্ত সচিব,খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১৩। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
১৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তর।
১৬। অতিরিক্ত পরিচালক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা), খাদ্য অধিদপ্তর।
১৭। সহকারী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা কোষ),খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৮। বাজেট অফিসার,খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৯। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়। ১৯.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ মোঃ কায়কোবাদ হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব
সভার স্থানঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়ঃ ১৯.০২.২০১৭ খ্রিঃ সকাল ১০-০০ঘটিকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশ করা আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ে নবযোগদানকৃত বেগম শামীমা সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় পরিচিত হন। জানুয়ারি-২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় দৃঢ়করণ করা হয়।
জানুয়ারি-২০১৭ মাসের গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.অভ্যন্তরীন খাদ্যশস্য সংগ্রহ	**বোরো ধান মিলিং-২০১৬** সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রথম বারের মত সর্বোচ্চ ক্রয়কৃত ৬ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন ধানের মধ্যে ০৬.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৬.৬৮লাখ মেট্রিক টন ধান মিলিং করা হয়েছে। মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, কয়েকটি জেলার প্রত্যন্ত উপজেলায় চুক্তিযোগ্য কিংবা আগ্রহী চালকল না থাকায় অবশিষ্ট ধান মিলিং এ বিলম্ব হচ্ছে। তবে, অন্য জেলায় বরাদ্দ ও পরিবহণ করে অবশিষ্ট ১৪০০ মেট্রিক টন (প্রায়) ধান ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাসের মধ্যে মিলিং করা সম্পন্ন হবে। **আমন চাল সংগ্রহ ২০১৬-২০১৭** চলতি আমন সংগ্রহ মৌসুমে সিদ্ধ ও আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৪.৫০ লাখ মেট্রিক টনও ০.৫০ লাখ মেট্রিক টন। ০৮.০২.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৪ লাখ ২২ হাজার ৪৭১ মেট্রিক টন চালের (সিদ্ধ ও আতপ) জন্য মিলারদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ যাবত সংগৃহীত সিদ্ধ চালের পরিমাণ (প্রায়) সিদ্ধ ৩ লাখ ৯ হাজার ৬৭৭মেট্রিক টন এবং আতপ ২৫ হাজার ৬৯৯ মেট্রিক টন। তবে, বিদ্যমান বাজার ও সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আমন চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।	১. অবশিষ্ট ১৪০০মেট্রিক টন ধান ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাসের মধ্যে মিলিং সম্পন্ন করতে হবে। ২. আমন সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সংগ্রহ ও সরঃ) অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর ঐ

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১. খাদ্যশস্য বিতরণ	**খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি** সভায় আলোচনা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রান্ডিং কর্মসূচি হিসেবে ইউনিয়ন পর্যায়ে 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি' ১ম পর্যায়ে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ মাসে শুরু হয়ে নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ০৩ (তিন) মাসব্যাপী চালু ছিল। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ভোক্তা তালিকার সফট কপি প্রণীত হয়েছে। মার্চ- ২০১৭ মাসে কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ভোক্তা তালিকা, ডিলারের দোকান, ইউপি অফিসে সংরক্ষণ করা হবে। লিফলেট বিতরণ/ মাইকিং/ টিভি নেটওর্য়াকের মাধ্যমে প্রচারপূর্বক ভোক্তা তালিকায় স্বচ্ছল ব্যক্তি/ পরিবারের নাম থাকলে তা জানানোর জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ জানানো অব্যাহত থাকবে। ভোক্তা তালিকা হালনাগাদ কপি Booklet আকারে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষণ করার জন্য সচিব পরামর্শ প্রদান করেন।	১. খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তা তালিকা হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি মনিটরিং সভায় আলোচনা হয় যে, মার্চ-২০১৭ মাসে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি শুরু হওয়া মাত্র খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ০২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট ৮টি টীমের তদারকি শুরু করতে হবে। ০৭ (সাত) জন পরিচালককে প্রদত্ত তদারকির দায়িত্বও অব্যাহত রাখতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণও নিয়মিত তদারকি করবেন। প্রাপ্ত অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।	২.খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি মনিটরিং ও অভিযোগ তদন্তের কার্যকর ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। ৩. খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত টীমসমূহের তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।	
	ওএমএস খাতে চাল ও আটা বিক্রয় সভায় জানানো হয় যে,গত ০৮.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ থেকে ঢাকা মহানগর এবং তেজগাঁও সার্কেল, কেরানিগঞ্জ উপজেলায় ওএমএস খাতে পুনরায় চাল বিক্রয় শুরু হয়েছে। ৩১.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৪১৭ মেট্রিক টন চাল বিক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া, ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়ের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাজেটে গমের বরাদ্দকৃত ৩.০০ লাখ মেট্রিক টনের বিপরীতে ৩১.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ময়দাকলে ১.৬৮লাখ মেট্রিক টন গমের আনুপাতিক পরিমাণ (১.২৯ লাখ মেট্রিক টন) আটা বিক্রয় করা হয়েছে। ঢাকাসহ তেজগাঁও সার্কেল-কেরানীগঞ্জ সকল মহানগর, সকল জেলা সদর এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী শ্রমঘণ এলাকায় আটা বিক্রয় অব্যাহত আছে।	৪. যথাযথ নজরদারি রেখে ওএমএস খাতে চাল ও আটা বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	চাল ও আটার বাজারমূল্য মনিটরিং সভাকে অবহিত করা হয় যে, খাদ্য পরিকল্পণা ও পরিধারণ ইউনিটের মাধ্যমে সারাদেশের চাল ও আটার বাজার দর মনিটরিং অব্যাহত আছে। **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ** সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সকল খাতে বারদ্দ ও চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তর হতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। বরাদ্দ ও চাহিদার বিপরীতে খাদ্যশস্য সরবরাহ খাদ্যঅধিদপ্তরের রুটিন কাজ বিধায়, এবিষয় সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই মর্মে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	৫.বাজারদর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে। ৬. সামাজিক কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ বিষয়টি সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রাখার অবকাশ নাই।	মহাপরিচালক, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪.রাজস্ব বাজেটের আওতায় সংস্কার/ মেরামত, ওঅন্যান্য নির্মাণ	**গুদাম মেরামত** সভায় পর্যালোচনা করা হয় যে, খাদ্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটে গুদাম সংস্কার করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা না থাকায় বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ সমর্পণ করা হয়। অপরদিকে, খাদ্য অধিদপ্তরের গুদাম সংস্কারের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। সভায়২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে রাজস্ব বাজেটে সংস্থানকৃত গুদাম মেরামত এখনও চলমান থাকায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। **নতুন অফিস ভবন ওঅন্যান্যনির্মাণ** প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস ভবন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ করা হয়ে থাকে। আলোচনায় ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের নির্মাণ শুরু হওয়া অনেক কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি। অতিরিক্ত সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ) জানান যে, নির্মাণকাজ একটি অর্থবছরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কারণে সম্পন্ন করার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সম্পাদিত কাজের বিপরীতে অর্থবছর শেষে কাজের মূল্য পরিশোধের পর অবশিষ্ট অর্থ ফেরৎ যায়।বাজেটে তারকা চিহ্নিত বরাদ্দ অনুসরণে পরবর্তী বছর অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পূনঃবরাদ্দ অনুযায়ী অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে বিভাগীয় খাদ্য কর্মকর্তা পর্যায়ে হস্থান্তরের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যায় যে, এর ফলে অবকাঠামো সংস্কারে গতিশীলতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। সভাপতি সভায় আর্থিক শৃঙ্খলার প্রতি গুরুত্বারোপ করে চলমান খাদ্য অধিদপ্তরের বছরভিত্তিক অফিস ভবন, খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য নির্মাণ কাজের বিস্তারিত তথ্য বিশ্লেষনের অবকাশ রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।	অর্থবছর ভিত্তিক অফিসভবন, খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য নতুন/পুরাতন ও চলমান নির্মাণ কাজের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর

<table>
<tr><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>৫. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি</td><td>যুগ্ম-সচিব (অডিট) সভায় জানান যে, অডিট জানুয়ারি-২০১৭ মাসে ১টি সভা হয়েছে। সভায় আলোচিত অনুচ্ছেদ-২৩ এবং নিষ্পত্তির সুপারিশ-২১টি। এ সময়ে ১৪টি অনুচ্ছেদের ব্রডসিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। অধিশাখা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অগ্রিম, খসড়া ও সংকলনভুক্ত অডিটের তথ্য নিম্নে দেখানো হলঃ
(ক) অগ্রিম
<table>
<tr><th>বিবরণ</th><th>ডিসেম্বর- ২০১৬</th><th>জানুয়ারি- ২০১৭</th></tr>
<tr><td>প্রারম্ভিক আপত্তি -----</td><td>২৮০৬টি -----</td><td>২৮১৫</td></tr>
<tr><td>সংযোজিত আপত্তি ---</td><td>১৫ ------</td><td>০৮</td></tr>
<tr><td>মোট আপত্তি ---</td><td>২৮২১টি ----</td><td>২৮২৩</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তিকৃত (জারিপত্র)</td><td>০৬টি ----</td><td>১৪</td></tr>
<tr><td>অবশিষ্ট আপত্তি -----</td><td>২৮১৫টি ----</td><td>২৮০৯</td></tr>
<tr><td>ব্রডশিট জবাব -----</td><td>০৩টি -----</td><td>১৪</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা -----</td><td>০১টি -----</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>আলোচিত আপত্তি ---</td><td>০০টি ----</td><td>২৩</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ ---</td><td>০০টি ----</td><td>২১</td></tr>
</table>
(খ) খসড়া
প্রারম্ভিক আপত্তি ....৭৬৫টি
সংযোজিত আপত্তি................. ০০টি
মোট আপত্তি..........................৭৬৫টি
নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি................. ০০টি
অবশিষ্ট আপত্তি.......................৭৬৫টি

(গ) সংকলন
সংকলনভুক্ত আপত্তি....................................... ৫৯৩টি
সর্বশেষ পিএ কমিটির সুপারিশমত নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা .... ১২টি
অবশিষ্ট আপত্তির সংখ্যা................................. ৫৮১টি
ব্রডশিট জবাব... ০০টি</td><td>১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

২. ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে অডিট নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</td><td>যুগ্ম-সচিব (বাজেটও অডিট) এবং যুগ্মসচিব (অডিট), খাদ্য মন্ত্রণালয়

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>৬. মামলা সম্পর্কিত</td><td>খাদ্য অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টা সভায় জানানযে, মোট মামলার সংখ্যা ১১৮৯টি। জানুয়ারি-২০১৭ মাসে কোন মামলা দায়ের হয়নি। কোন মামলা নিষ্পত্তিও হয়নি। তিনি আরও জানান যে, মামলার তথ্য আঞ্চলিক ও জেলা অফিস গুলোতে সফট ওয়ারে নিয়মিতভাবে এন্ট্রি করা হচ্ছেনা। এতে মামলা মনিটরিং ব্যহত হচ্ছে।
সভায় Contempt মামলাসহ গুরুত্বপুর্ণ মামলার বিষয়ে আলোচনা হয়। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা কে গুরুত্বপুর্ণ মামলার বিস্তারিত তথ্য পরবর্তি সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।
সিলেটের আম্বরখানা মৌজায় খাদ্য বিভাগের নামীয় ৪৬ শতাংশ জমি অবৈধভাবে দখল প্রচেষ্টাকারীদের থেকে রক্ষার জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত ছিল। সভায় জানানো হয় যে, সিলেটের বিজ্ঞ জিপি লিখিতভাবে মতামতসহ জানিয়েছেন</td><td>১.মামলার তথ্য আঞ্চলিক ও জেলা অফিস থেকে সফট ওয়ারে নিয়মিত এন্ট্রি করতে হবে।

২.সিলেটের সরকারি জমির মামলা এবং গুরুত্বপূর্ণ Contempt মামলার তথ্য পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে</td><td>বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর</td></tr>
</table>

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যে, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সলিসিটর উইং এর পরামর্শ গ্রহণ করে চিরস্থায়ী মামলা দায়ের করার সমীচীন হবে । সিলেট জেলা প্রশাসন এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতেও বিজ্ঞ জিপির মতামত উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছেন । সে প্রেক্ষিতে সলিসিটর উইং এর মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সলিসিটর উইং এর মতামত এখনোও পাওয়া যায়নি । আইনি মতামতের জন্য পত্র প্রেরণের পর হতে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে । সভায় আলোচনা হয় যে, সিলেটের আম্বরখানাস্থ সরকারি জমির মূল মামলার হালনাগাদ তথ্য জানা দরকার। এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব অভিমত ব্যক্ত করেন যে, খাদ্য অধিদপ্তরের অধিগ্রহণকৃত জমির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট জেলায় চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলার খাদ্য কর্মকর্তাকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে	হবে।	
৭. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	<table><tr><td>পূর্ববর্তী মাসের জের</td><td>জানুয়ারি ,১৭ মাসে প্রাপ্ত</td><td>মোট অভিযোগ</td><td>নিষ্পত্তির সংখ্যা</td><td>অনিষ্পন্ন সংখ্যা</td><td>তিন মাসের উপরে</td><td>ছয় মাসের উপরে</td><td>খাদ্য অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন</td></tr><tr><td>২০৪</td><td>০২</td><td>২০৬</td><td>১৩৪</td><td>৭২</td><td>০২</td><td>৫২</td><td>৬৬</td></tr></table> সভায় অনিস্পন্ন অভিযোগের তালিকা নিয়ে আলচনা হয়।পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিস্পত্তিকৃত অভিযোগগুলি জের থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে না। দীর্ঘ পেন্ডিং দেখানো হচ্ছে ৫২ টি। সভাপতি বিষয়টি যাচাই-বাছাই করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	বিষয়টি যাচাই-বাছাইপুর্বক নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ বাদ দিয়ে সঠিক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর, উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৮. অনাদায়ী চালকলের পাওনা আদায়	জানুয়ারি/২০১৭ তে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত ও বিষয়ের বরাতে প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয় সভায় অনাদায়ী চালকলের নিকট সরকারি পাওনার বিষয়ে তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, মানি মামলার রায় অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলার Defaulter চালকল মালিকদের নিকট থেকে খাদ্য বিভাগ কর্তৃক টাকা আদায় বিবিরণী প্রেরণ অব্যাহত থাকবে। অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায়ের বিষয়টি মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচি হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।	পরবর্তী মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তভূক্ত থাকবেনা। তবে সরকারি পাওনা আদায়ের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ ব্যাহত থাকবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৯. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভায় জানান যে, ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রণীত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দপ্তরে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠিত হয়েছে এবং ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সচিব নির্দেশ প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
	ইন হাউজ প্রশিক্ষণ সভাকে অবহিত করা হয় যে, APA তে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে ইন-হাউজ/ জনঘন্টা বিবেচনায় মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। জানুয়ারি-২০১৭ মাসে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪ (চার) ক্যাটাগরীতে মোট ১৯৯জন কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭ সালের জন্য ৬ (ছয়) মাসের একটি প্রশিক্ষণ সিডিউল প্রণীত হয়েছে। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করার জন্য সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়।	১. সচিবালয়ের নির্দেশমালা-২০১৪ ও সরকারি আইন বিধি, নির্দেশ এর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। ২. খাদ্য অধিদপ্তর এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে ইন-হাউজ/ জনঘন্টা বিবেচনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশা-১) খাদ্য মন্ত্রণালয়, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
	শাখা পরিদর্শন জানুয়ারি-২০১৭ মাসে পরিকল্পনা-১ শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রতিটি শাখা পরিদর্শনপূর্বক পরিদর্শনকালীন প্রাপ্ত অনিয়ম/ ত্রুটিসমূহ সংশোধনের লক্ষ্যে শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	প্রতিটি শাখা আগামী সভার পূর্বে পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।	সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	ই-ফাইলিং সভাকে অবহিত করা হয় যে, ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাসের মধ্যে ই-ফাইল বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। Mandatory objective হিসেবে এপিএ তে সূচকের মান নির্ধারণ করা হয়েছে। কয়েকটি অধিশাখা/শাখায় ই-ফাইলিং শুরু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে A2I প্রকল্পের মাধ্যমে মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। সভায় আরও জানানো হয় যে, ১৬-৩১ জানুয়ারি সময়ে ই-ফাইল সিস্টেম ব্যবহারে মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ৬ এ নির্ধারিত হয়েছে। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাশেষে ই-গর্ভনেন্স বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সকল ক্ষেত্রে বিশেষতঃ ই-ফাইলিং ব্যবহারে অব্যাহত	১. ই-ফাইলিং কার্যক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপর থাকতে হবে। ২. ই-ফাইলিং সিস্টেম ব্যবহারের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ৩. প্রত্যেক অধিশাখা/ শাখায় ই-	

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	রাখা এবং প্রত্যেক অধিশাখা/ শাখায় ই-ফাইলিং শুরু করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।	ফাইলিং নিশ্চিত করতে হবে।	
১১. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভায় জানান যে, নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারাদেশে প্রচার কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১০টি জন সচেতনতামূলক সভা করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে, যার আওতায় বিভাগীয় পর্যায়ে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত জুলাই মাসে ঢাকা বিভাগে, অক্টোবর মাসে রাজশাহী বিভাগে, নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে, ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে খুলনা বিভাগের যশোরে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, ১৫টি জেলায় (বৃহত্তর) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আলোচনা ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের সহযোগিতায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক টিভি ফিলার/ ছোট প্রামাণ্য চিত্র তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের জন্য কয়েকটি নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বার্তা ও শ্লোগান তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচারের জন্য এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল ও প্রাসঙ্গিক আইন, প্রবিধানমালা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	১.নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করতে হবে। ২.নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য তত্ত্বাবধান করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচি প্রসঙ্গে	সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ এর আলোকে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক গতিশীলতা আরও বৃদ্ধির জন্য মাসিক সমন্বয় সভায় প্রয়োজনীয় আলোচ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সভায় আলোচনা হয় যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বরাতে প্রশাসনিক বিন্যাস, শূন্যপদ, পদোন্নতি, পেনশন, বিভাগীয় মামলা ও নিয়োগবিধিসহ আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। মন্ত্রণালয় ও খাদ্যঅধিদপ্তর এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল ব্যবস্থাপনা, নিয়োগ ও নিয়োগবিধি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি এজেন্ডাভূক্ত করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হয়। অতিরিক্তসচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, খাদ্য অধিদপ্তর হতে মহাপরিচালকের স্বাক্ষর ব্যতিত তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। সভাপতি বলেন যে, সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরন করা বাঞ্ছনীয়। সভায় আলোচনা হয় যে, মাসে একবার অনুষ্ঠিত এ সভা সমন্বয় সভা হিসেবে বিবেচিত হলেও খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কোন পেন্ডিং বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়না। সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুসরণে 'ছক' অনুযায়ী কোন পেন্ডিং তালিকা না থাকায় কয়েক মাসে 'ছক' উপস্থাপন করা হলেও পরবর্তীতে বিষয়টি বাদ পড়েছিল। সচিবালয় নির্দেশিকা অনুসরণে পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকলকে পেন্ডিং তালিকা প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১.পরবর্তী সমন্বয় সভায় প্রয়োজনীয় আলোচ্যসূচি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ২.সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরন করতে হবে। ৩.সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুসরণে 'ছক' অনুযায়ী পেন্ডিং তালিকা উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন-১ ও ২ অধিশাখাসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অধিশাখা/শাখা, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ঐ

সভাপতি সভায় তার দীর্ঘদিনের কর্মপরিধির আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে আইনানুগ ও গতিশীল প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের সহযোগিতা আশা করে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি সরকারি কর্মসম্পাদনে জনমূখী ও বিধি-বিধান প্রতিপালনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ কায়কোবাদ হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব